দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 09 2000

তারিখ ... ... MAR. 08 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## পরীক্ষায় নকল প্রশ্নে শিক্ষা মন্ত্রীর উদ্বেগের জবাবে জেলা প্রশাসকগণ

আমাদের রিপোর্টার জানান, এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপকহারে নকল ও সহিংস ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি যে কোন উপায়ে হউক নকল প্রতিরোধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছেন। পক্ষান্তরে জেলা প্রশাসকগণ পরীক্ষা কেন্দ্রের চারপাশে স্থানীয় 'গণ্যমান্য' ব্যক্তিবর্গের চাপ, ১৪৪ ধারা কার্যকর করিতে রাজনৈতিক প্রভাব, সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ করিতে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের স্বল্পতার কথা শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করিলেন। প্রতি বৎসর বিভিন্ন কারণে অনুপযুক্ত স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও নকল বাড়িবার কারণ বলিয়া ডিসিরা জানান।

জেলা প্রশাসক সম্মেলনে শিক্ষা বিষয়ক অধিবেশনে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এটিএম শরীক উল্লাহকে লইয়া যান। ইহাছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষা সচিব ডঃ সাদাত হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী ডিসিদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের নকল ধরিতে হইবে না। আপনারা কেবল ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ দিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখুন। জবাবে ডিসিগণ বলেন, বিগত দুই বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের চাপে অনেক নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, ডিসিদের সুপারিশ ছাড়া বোর্ড কোন কেন্দ্রের অনুমতি দেয় না। জবাবে কয়েকজন ডিসি বলেন, অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত চাপে আমাদের কেন্দ্রের জন্য সুপারিশ করিতে হয়। ডিসিরা জানান, প্রতিটি থানায় ৪/৫টি করিয়া কেন্দ্র থাকে, সেই অনুপাতে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ নাই। আর ১৪৪ ধারা বহাল থাকিলেও তাহা কার্যকর করা যায় না। একেকজন পরীক্ষার্থীর সহিত ৪/৫ জন করিয়া লোক আসেন। ফলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ইহাছাড়া শিক্ষামন্ত্রী সরকারের সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) সফল করিবার জন্য ডিসিদের প্রতি আহ্বান জানান।